৮/৯/২০০১

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

ভোরের কাগজ

সম্পাদকীয়

ঢাকা শনিবার ২৪ ভাদ্র ১৪০৮
৮ সেপ্টেম্বর ২০০১

এইচএসসিতে ফল বিপর্যয়

ভোটের ডামাডোলের মধ্যেও এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের নজিরবিহীন ফলাফল বিপর্যয় দেখে সবাই দুর্ভাবনার শিকার হবেন। পাসের হার মাত্র শতকরা ২৬ ভাগ। অর্থাৎ প্রতি ১০০ পরীক্ষার্থীর গড়ে ৭৪ জনই ফেল করেছে। প্রায় সব পত্রপত্রিকায়ই এব ফলাফলকে স্মরণাতীতকালের নিম্নতম পাসের হার বলে চিহ্নিত করে ৭টি বোর্ডে সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা কুমিল্লা বোর্ডের, সেখানে পাসের মাত্র শতকরা ১৮ দশমিক ২৭ ভাগ। একইরকম অবস্থা বরিশাল বে শতকরা ১৮ দশমিক ৮৫ ভাগ। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বোর্ডে পাসের হার ভাগের কম। ঢাকা, যশোর ও সিলেট বিভাগে ৩০ থেকে ৩৫ ভা মধ্যে।

গত কয়েক বছর ধরেই পাসের হার ক্রমাগত নিম্নমুখী থাকলেও এ তা সর্বনিম্ন। এর ফলে আগামী বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় পরীক্ষ সংখ্যা বাড়বে হয়তো দেড়গুণেরও বেশি। তাছাড়া পরীক্ষায় অকৃত হওয়ার ফলে পরীক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিঃ তো আছেই।

সবচেয়ে বড়ো সংকট হলো এখানেই যে, আমাদের দেশে স্কু কলেজ স্তরে প্রতিযোগিতায় টেকার মতো শিক্ষার মানের চরম অব ঘটেছে এবং ছাত্রদের এইচএসসি স্তরের ক্ষমতা অস্বাভাবিকভাবে যাচ্ছে। তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও মেধার স্তর ক্রমাগত নামছে। এ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার ও শিক্ষাদানের মানের প্রকট অবশ্যই একটা কারণ। আমাদের নীতি নির্ধারকদের এখন গভীরভ ভাবতে হবে যে শিক্ষার মানের এই করুণ অবনতিকে কিভাবে রোধ যায়। কারণ এর ফলে গোটা জাতির উন্নয়ন ও বিকাশের ওপরই ব বিরূপ প্রভাব পড়তে যাচ্ছে।

শিক্ষাদানের নিম্নমানের পাশাপাশি নকল প্রবণতাও একটি বড়ো ক এই অধোগতির। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, নকলের এই বাড়বাড় সঙ্গেও স্কুল-কলেজের গঠন কাঠামো, সরকারি কিছু নিয়মনীতি এবং শি রাজনীতির সম্পর্ক আছে যার মূলোচ্ছেদ না করলে শিক্ষাখাতে উ শিক্ষাদানের পরিবেশ ফিরে আসবে না। বলাবাহুল্য, বড়ো বড়ো শ উচ্চশ্রেণীর কলেজগুলোর সঙ্গে মফস্বলের কলেজগুলোর শিক্ষার মানে ব্যাপক তফাৎ তৈরি হচ্ছে তা ফলাফলের পার্থক্য ছাড়াও শেষ পর্যন্ত এব সামাজিক বিভাজনেরও জন্ম দিচ্ছে যা কাম্য নয়।

এবার এইচএসসি পরীক্ষায় নকলের হিড়িক তুলনামূলকভাবে ছিল— এটাকেও কোনো কোনো বিশ্লেষণে পাসের নিম্নহারের কা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং পাশাপাশি মাদ্রাসা বোর্ডের কা পরীক্ষায় ৮২ শতাংশ পাসের হার সন্দেহজনক। এর অর্থ হলো বেশিরভ ছাত্রের অবস্থা এমনই যে, নকল ছাড়া তাদের পক্ষে পাস করাই অসম্ভ তাছাড়া যেসব বিষয়ে নকল খুব কাজে আসে না, যেমন ইংরেজি– সে বিষয়ে গণহারে ফেল করাকেও একটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে প্রশ্নপত্রের ধারা পরিবর্তন এবং পরীক্ষার কেন্দ্র বদলও অন্যতম কার বলাবাহুল্য পরীক্ষাকে সুষ্ঠু করতে হলে নকল বন্ধ করতেই হবে। এছা ছাত্রছাত্রীদের বইমুখী এবং পড়ার প্রতি মনোযোগী করার জন্য পরীক্ষ প্রশ্নপত্রের ধারাতেও কিছু পরিবর্তন দরকার। শিক্ষাক্ষেত্রে এই ধস ঠেকা ছাত্রছাত্রীদের যেমন নকল প্রবণতা ও অমনোযোগিতা বন্ধ করতে হ তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্তৃপক্ষ বোর্ড ও মন্ত্রণালয়কে

শিক্ষাক্ষেত্রে এই ধস ঠেকাতে ছাত্রছাত্রীদের যেমন নকল প্রবণতা অমনোযোগিতা বন্ধ করতে হবে, তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্তৃপক্ষ, বোর্ড ও মন্ত্রণালয়কেও শিক্ষাদানের সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার স্বার্থে সবকিছুই করতে হবে।